জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – নভেম্বর ২০০৬/০৩

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ফিজিতে সম্ভাব্য সেনা অভ্যুত্থান সম্পর্কে জাতিসংঘ মহাসচিবের সতর্কবাণী
* বাংলাদেশের নির্বাচন পূর্ববর্তী অস্থিতিশীলতায় মহাসচিব কফি আনান উদ্বিগ্ন
* আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের অর্জিত অগ্রগতিতে আনানের প্রশংসা
* নেপাল: মাওবাদী বিদ্রোহীদের সাথে শান্তি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আনানের দ্রুত সহায়তা প্রদানের আশ্বাস
* জাতিসংঘ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে সাধারণ পরিষদ সভাপতির আহ্বান

ফিজিতে সম্ভাব্য সেনা অভ্যুত্থান সম্পর্কে জাতিসংঘ মহাসচিবের সতর্কবাণী

২৮ নভেম্বর- ফিজির সরকারের বিরুদ্ধে সেনা অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক সংকট প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ দেশটির সুনাম নষ্ট করে দিতে পারে।

মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জনাব আনান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে শান্তিপূর্ণ আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য দুর করার উপায় অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতে তিনি পক্ষগুলোকে উৎসাহিত করেন। তিনি আরও জানান, তিনি সংলাপের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক সংকটের সমাধানে সহায়তা দানে প্রস্তুত আছেন।

জনাব আনান জোর দিয়ে বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণকারী দেশ ও সম্প্রতি শান্তি-নির্মাণ কমিশনের সদস্য হিসেবে ফিজি যে আন্তর্জাতিক অবস্থান তৈরি করেছে, এ সংকট আরো দীর্ঘায়িত হলে তা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি বিষয়ক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সেমিনারে জনাব আনান এক বাণীতে বলেন, এখানকার ১৬টি পরাধীন ভু-খন্ড প্রমাণ করে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ফিজির ইয়ানুকা দ্বীপে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই এমন ভু-খ□গুলোর ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সনদের নীতিমালা বাস্তবায়নে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি সকল শাসনকারী শক্তিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব আনান বলেন, ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত টোকেলু'র গণভোট এর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রশাসক শক্তি নিউজিল্যান্ডের সহায়তায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই ক্ষুদ্র দেশটি যে পথ অনুসরণ করেছে তা সংশি-ষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকলে কি অর্জন করা সম্ভব তারই এক উদাহরণ।

রাজনৈতিক বিষয়বলি বিভাগের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি ইউনিটের প্রধান কারিনা গারলিচ জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণীটি পড়ে শোনান।

বাংলাদেশের নির্বাচন পুর্ববর্তী অস্থিতিশীলতায় মহাসচিব কফি আনান উদ্বিগ্ন

২৭ নভেম্বর- আগামী জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন এই সপ্তাহেই তিনি জাতিসংঘের একজন উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাকে

বাংলাদেশে পাঠাবেন।

তার মুখপাত্র জানান মহাসচিব কফি আনান বলেছেন, তিনি শান্তিপুর্ণ এবং স্বচ্ছ পরিবেশের গুরুত্বকে তুলে ধরতে চান যাতে এই গুরুত্বপুর্ণ নির্বাচনগুলো বাংলাদেশের মানুষের পুর্ণ আস্থা অর্জন করতে পারে।

মহাসচিব বলেন, তার পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি জাতিসংঘের অব্যাহত সমর্থনের কথা জানাতে বুধ থেকে শুক্রবার জাতিসংঘের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফর করবেন। তার প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, নির্বাচন কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

দক্ষিণ এশিয়ার এ দরিদ্র রাষ্ট্রটিতে আগামী জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কিন্তু বিক্ষোভ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থকদের মধ্যকার সংঘাতে এ পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে তিনজন নিহত হয়েছে। সংবিধান অনুসারে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন তদারকি ও নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের অর্জিত অগ্রগতিতে আনানের প্রশংসা

২৪ নভেম্বর- জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেছেন, প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) নিজেকে ‘প্রকৃত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার’ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করেছে।

হেগে অনুষ্ঠিত আইসিসি-এর রোম চুক্তির রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলোর পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে এক বাণীতে জনাব আনান বলেন, ১৯৯৮ সালে ইতালির রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপুর্ণ কুটনৈতিক সম্মেলনে এ চুক্তি গৃহীত হওয়ার পর থেকে এ আদালত ‘অল্প সময়ের মধ্যে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে’।

তিনি বলেন, অনেকেই আশা করতে পারেনি যে ২০০৬ সালের মধ্যে এ আদালত পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়ে তার প্রথম বিচার কাজ শুরু করতে পারবে, আইনজীবীদের দপ্তর মামলা পরিচালনা বা বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি তদন্ত করে দেখবে, নিরাপত্তা পরিষদের পরামর্শপত্র থাকবে এবং আদালত এর প্রথম আটকাদেশ জারি করতে পারবে।

নিরাপত্তা পরিষদ গত বছর সুদানের সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দারফুর অঞ্চলের পরিস্থিতিকে বিবেচনার জন্য আদালতের নিকট সুপারিশ করে। ঐ আদালত উগান্ডা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের মামলাগুলোও পরিচালনা করছে।

মহাসচিব বলেন, আদালত প্রকৃত আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও আইনের সুগভীর বিবর্তনের চালিকা শক্তি ও মুর্ত প্রকাশে পরিণত হয়েছে।

এবছর চাঁদ, কমোরস, মন্টেনিগ্রো এবং সেন্ট কিট্‌স ও নেভিস রোচ চুক্তি অনুমোদন করেছে। এর ফলে এ চুক্তি অনুমোদনকারী মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়াল ১০৫-এ। জনাব আনান বলেন, এই আদালত তার চুড়ান্ত লক্ষ্য ‘বিশ্বজনীনতা’ অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

২০০২ সালের এপ্রিলে এ চুক্তিটি কার্যকর হয় যখন এ চুক্তি অনুমোদনকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা ৬০-এ পৌঁছে। জনাব আনান তাঁর বাণীতে জাতিসংঘ ও আইসিসি-এর মধ্যকার ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার প্রশংসা করেন। তাদের মধ্যকার “সম্পর্ক চুক্তি” বিভিন্ন সম্পুরক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তার উদাহরণও তিনি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, বিচারের পুর্বে আদালতের সামনে প্রথম স্বাক্ষ্য দেন একজন জাতিসংঘ কর্মকর্তা এবং এ ঘটনা আইনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া বন্ধে এবং আইসিসি-এর কাজে সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটায়।

রাষ্ট্র পক্ষগুলোর পরিষদ আইসিসি-এর ব্যবস্থাপনা তদারকি ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। রোম চুক্তি স্বাক্ষরকারী বা অনুমোদনকারী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত। গতকাল শুরু হওয়া এর পঞ্চম অধিবেশনে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত চলবে।

আলোচ্যসুচীতে আগ্রাসনের অপরাধ ও পরবর্তী বছরের জন্য আদালতের বাজেট সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নেপাল: মাওবাদী বিদ্রোহীদের সাথে শান্তি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আনানের দ্রুত সহায়তা প্রদানের আশ্বাস

২২ নভেম্বর- জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান আজ বলেছেন, ১০ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানে নেপালী সরকার ও নেপালের কম্যুনিষ্ট দলের (মাওবাদী) স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিকে শক্তিশালী করতে জাতিসংঘের সহায়তা যত দ্রুত সম্ভব সেখানে পৌঁছে যাবে। এ গৃহযুদ্ধে ১৫ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং আরও ১ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জনাব আনান বলেন, এ চুক্তি আমাদের ওপর এক বিশাল দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। যেহেতু এতে বলা হয়েছে আমরা যেন শান্তি প্রক্রিয়ায় নেপালকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করি। এর মধ্যে রয়েছে অস্ত্র ও সশস্ত্র ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের জন্য অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

তিনি বলেন, সংঘাত অবসানের মধ্য দিয়ে নেপালের জনগণ এখন এক সার্বজনীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে। নেপালে আনানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ইয়ান মার্টিনের মাধ্যমে আনান জানান জাতিসংঘ সহায়তা যাতে যত দ্রুত সম্ভব সেখানে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে তিনি সংশি-ষ্ট পক্ষগুলোর সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মার্টিন গতকাল নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ চুক্তিকে 'সম্পুর্ণরূপেই নেপালের অর্জন' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, তার দপ্তর নেপালি মাওবাদী দলের সশস্ত্র শাখা পিপল্স লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-এর সাতটি বিভাগীয় ক্যান্টমেন্ট এলাকায় উভয় পক্ষের সাথে চুক্তিতে উপনীত হয়েছে।

জাতিসংঘ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে সাধারণ পরিষদ সভাপতির আহ্বান

২১ নভেম্বর- সাধারণ পরিষদ সভাপতি আজ বলেছেন, সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো জাতিসংঘকে এর উন্নয়ন এজেন্ডা অর্জনে সাহায্য করতে পারে। তিনি উভয়ের মধ্যে আরো ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব সংস্থার সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলোর আরো জোরালো উপস্থিতির আহ্বান জানান।

নিউ ইয়র্কে সাধারণ পরিষদ ও বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বিষয়ক এক ফোরামে বক্তৃতা প্রদানকালে শেইখ হায়া রশিদ আল খলিফা বলেন, ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সুচনা লগ্ন থেকেই সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো জাতিসংঘে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছে। সাধারণ পরিষদ সভাপতির দপ্তর ও জাতিসংঘ ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ ফোরামের আয়োজন করে।

ফোরামে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সেবা পৌঁছে দিতে দেশের অভ্যন্তরে পরিবর্তন আনতে এবং নেতৃবৃন্দকে তাদের অঙ্গীকারের জন্য জবাবদিহি করতে আপনারা আমাদের অপরিহার্য অংশীদার।

সংকটে, যুদ্ধোত্তর ও দুর্যোগ উভয় পরিস্থিতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওরা আমাদের ঘনিষ্ট সহযোগী । তাদের সাহায্য ছাড়া জাতিসংঘের পক্ষে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

শেইখ হায়া আরো বলেন, জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মধ্যকার সাম্প্রতিক বর্ধিত কলেবরে সংলাপকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানিয়েছে। তিনি জাতিসংঘের লক্ষ্যগুলোর পক্ষে জনসমর্থন গঠনে এবং জনগণের চাহিদাকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কাজের প্রশংসা করেন।

সাধারণ পরিষদ সভাপতি বলেন, জাতিসংঘ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষত জেন্ডার সমতার ইস্যুতে এনজিওগুলো মুল্যবান অবদান রেখেছে।

তিনি ঘোষণা করেন, আগামী বছর বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে উন্নয়ন, জেন্ডার ও সভ্যতাসমুহের মধ্যকার সংলাপের ওপর তিনি ধারাবাহিক অনানুষ্ঠানিক বিষয়ভিত্তিক বিতর্কের আয়োজন করবেন।

এ পর্যায়ে প্রথম বিতর্কটি আগামী সোমবার অনুষ্ঠিত হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) অর্জনে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি এবং অগ্রগতি অর্জনের পথে বাঁধাও ওপর এই বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য হল, প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোরে নিরসনে আটটি আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা।

বর্তমানে ৪৫০০টিরও বেশি জাতিসংঘ অনুমোদিত এনজিও রয়েছে।

** ** **